উপমান অপেক্ষা উপমেয়কে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট করে প্রকাশ করলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। উৎকর্ষের কারণটি কোথাও উল্লেখ করা হয়, কোথাও বা তার উল্লেখ থাকে না। সদৃশ শব্দের সাহায্যে, অর্থে বা ব্যঞ্জনায় ব্যতিরেকের বোধ জাগে।

'বঙ্গের নিকুঞ্জবনে,—পিককণ্ঠে আছে মধু জানি,
তা হতে অধিক মধু মঞ্জুবাক্ বঙ্কিমের বাণী।'

—এখানে 'পিককণ্ঠ' অপেক্ষা উপমেয় 'মঞ্জুবাক্ বঙ্কিমের বাণীর উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যতিরেকটি পরিস্ফুট ('তা হতে অধিক মধু'), অতএব ব্যতিরেক অলঙ্কার হল।

'যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥'

—এখানে উপমান 'মরাল' ও 'বারণ' অপেক্ষা উপমেয় 'বিদ্যার চলনে'র উৎকর্ষ প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু উৎকর্ষটি তুলনার দ্বারা ব্যক্ত হয়নি, ব্যঞ্জনায় বোঝা যাচ্ছে। অতএব ব্যতিরেক অলঙ্কার।

Scanned by TapScanner

উপমেয়কে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করে উপমানই যখন উপমেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হয় **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**। এই অলঙ্কারে উপমান এত বেশি প্রাধান্য লাভ করে যে বাক্যে অনেক সময় উপমেয়ের উপস্থিতিও নিষ্প্রয়োজন বিবেচিত হয়, উপমেয়ের বিধেয় অংশ থেকেই উপমাটিকে কল্পনা করে নিতে হয়।

'পালাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু ধনে।'

—এখানে 'চাঁদ, রাহু, সুধাংশু' সবই উপমান, কোন উপমেয়ের উল্লেখ এখানে নেই। শুধু প্রসঙ্গ থেকে জানা যায় যে 'চাঁদ' এবং 'সুধাংশু'র উপমেয় 'লঙ্কা' এবং 'রাহু'-র উপমেয় 'শত্রুদল'। উপমেয় এখানে সম্পূর্ণভাবে উপমান দ্বারা গ্রস্ত হওয়াতে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হল।

Scanned by TapScanner

বর্ণনীয় বিষয় বা প্রস্তুতের উপর অপর বিষয়ের বা অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপ করলে **সমাসোক্তি অলঙ্কার** হয়। অর্থাৎ এতে উপমেয়ের উপর উপমানের গুণ-ক্রিয়া-আচরণাদি ব্যবহার আরোপিত হয়। এই অলঙ্কারে প্রস্তুত বিষয় বা উপমান সংক্ষেপে (=সমাসে) কথিত হয় বলে 'সমাসোক্তি অলঙ্কার' নামে অভিহিত হয়।

'নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া হায়, রতন-মুকুট
আর রাজ আভরণ; হে রাজসুন্দরি,
তোমার!

—এখানে রাক্ষসপুরীর উপর শোকাবিষ্টা রমণীর ব্যবহার আরোপিত হওয়াতে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

Scanned by TapScanner